Registerd NO 52

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫২

৪৬১ সংখ্যা

শক ১৮০৩

# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্, প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

## বিজ্ঞাপন

দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৯ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

## বেদান্তদর্শন।

৪৬০ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৭ পৃষ্ঠা পর।

ভারতবাসীগণের পক্ষে ক্রিয়াবিধি ও ব্রহ্মজ্ঞান এ উভয় তত্ত্বের সম্বন্ধে বেদ কল্পতরু-সদৃশ। সেই পরম শাস্ত্রকে ক্রিয়ানিষ্ঠগণ এক ভাবে এবং ব্রহ্মজ্ঞেরা অন্য ভাবে দৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে ক্রিয়ানিষ্ঠগণের সিদ্ধান্ত এই যে প্রথমতঃ "বাচা বিরূপনিত্যয়া" বেদ নিত্য বাক্য। দ্বিতীয়তঃ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" বেদ কেবল ক্রিয়ারই শাস্ত্র। বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি এই যে, বেদ-বিহিত ক্রিয়া সকল জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক ফলপ্রদ। জীবের আরম্ভ ও অন্ত কল্পনা করা অসম্ভব। সুতরাং জীব আদি-অন্ত-শূন্য নিত্য পদার্থ। কিন্তু উপজীবিকা ব্যতীত কি ইহকালে, কি পরকালে জীবের জীবত্ব-ব্যবহার সম্ভবে না। কর্ম্মফলই সেই উপজীবিকা। প্রকৃতির রূপবিশেষ অনাদি বাসনা সেই ফলের বীজ। তাহাকে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত যে যত্ন, প্রার্থনা, আরাধনা ও যজ্ঞাদিরূপ কার্য্য তাহার নাম ক্রিয়া। তাহা হইতে সম্ভোগার্থ যে জীবিকা লাভ হয় তাহার নাম কর্ম্মফল। অতএব ঐ বাসনা, ক্রিয়াসাধক মন্ত্র ও কর্ম্মফল নিত্যকাল জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গ্রন্থ, পত্র, লিপি, অধ্যায় প্রভৃতি যে বেদ এমত অভিপ্রায় নহে।

সামান্যতঃ বেদ কেবল শব্দরাশি মাত্র। কিন্তু

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধঃ।"

অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও নিত্য। এই হেতু বেদরাশির যে স্ফোট-স্বরূপ অর্থ তাহাই বেদ-শব্দের বাচ্য। বেদ-মন্ত্র সকল অর্থরূপে জীবের বাসনা হইতে স্ফুরিত হয়। সুতরাং বেদ নিত্য পদার্থ। তাহা বীজ, অঙ্কুর, ক্রিয়া ও ফল রূপে এবং অভ্যুদয়প্রদ ধর্ম্মরূপে নিত্যকাল স্বভাবে স্থিতি করিতেছে। প্রলয় দ্বারা বাহ্য শব্দ-রাশি বিনষ্ট হইলেও বেদের জীব-স্বভাব-নিহিত অক্ষয় বীজের নাশ হয় না। এতা-বতা বেদ ঈশ্বরকৃত নহে। এতাদৃশ অকৃত পদার্থ যে বেদ তাহার সৃষ্টিকরণরূপ ক্রিয়া ঈশ্বরেতে অর্শিতে পারে না এবং তাদৃশ ক্রিয়া দ্বারা তাঁহার সার্ব্বজ্ঞ্যরূপ মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেদ স্বয়ংই ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য অপৌরুষেয় পদার্থ, এবং তাহা কেবল ক্রিয়ারই শাস্ত্র। তাহা কোন সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রতি-পাদক নহে। কেননা ব্রহ্মবাদিগণের বর্ণিত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টি-সংসারের অতীত এবং স্বর্গাদি ভোগ যেমন ক্রিয়ার ফল তিনি তদ্রূপ কোন ভোগ্য ফল নহেন। এতাবতা বেদের ক্রিয়াপরতার দিকেই ক্রিয়ানিষ্ঠ-গণের দৃষ্টি। মহর্ষি জৈমিনি তাঁহাদের দর্শনকার। তদ্ভিন্ন অশ্বলায়ন, গোভিল, কা-ত্যায়ন প্রভৃতি অনেক মহর্ষি শাখাভেদে কর্ম্মাঙ্গ বেদ-বিধি সকল স্বস্ব সূত্রগ্রন্থে শ্রেণী পূর্ব্বক সুসজ্জিত করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমি-নির দর্শন-শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গভূত বেদ-রাশির মীমাংসা আছে। সেই জন্য তা-হার নাম কর্ম্মমীমাংসা অথবা ধর্ম্মমীমাংসা। আর কর্ম্মকাণ্ডই বেদের পূর্ব্বকাণ্ড। জৈমিনি-দর্শনে তাহার মীমাংসা আছে বলিয়া উহার আর এক নাম পূর্ব্বমীমাংসা। মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্তদর্শন নামে বেদশাস্ত্রের উত্তর-পাদ-স্বরূপ ব্রহ্মকাণ্ডের যে অন্য এক মীমাংসা প্রস্তুত ও প্রচার করেন তাহাকে উত্তর-মীমাংসা কহে। তাহা ব্রহ্মজ্ঞ-দিগের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বৈদিক দৃষ্টির সপক্ষ এজন্য তাহাকে ব্রহ্মমীমাংসা কহে। ইহার মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ। তিনিই জগৎ, বেদ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, কর্ম্মফল প্রভৃ-তির যোনি, আশ্রয়, এবং লয়স্থান। তাঁ-হার আশ্রয়ে ও তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে এই ব্রহ্মাণ্ড সত্যের ন্যায় প্র-কাশ পাইতেছে। সেই শক্তি কি পদার্থ, তাহার কি প্রকার ধাতু, কেন তাহা কখনও ব্যক্ত কখন অব্যক্ত তাহা কেহ বলেন নাই। কিন্তু তাহার প্রভাব আশ্চর্য্য। যে সকল পদার্থকে জগতের এই স্থিতি-কালে আমরা ইন্দ্রিয়-গোচর স্থূল দ্রব্যরূপে দর্শন করিতেছি, সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি তাহার মূলীভূত উপকরণ; যে সকল পদা-র্থকে আমরা সুসূক্ষ্ম অদৃশ্য ইন্দ্রিয়-শক্তি, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কামনা, মানসিক প্রকৃতি বলি তাহারও মূল ধাতু ঐ শক্তি। ঐ শক্তিই বিশ্বরূপে আবির্ভূত। কিন্তু প্রলয়ে উহা আবার অব্যক্ত। এই সকল কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে উহা মায়া নামে এবং এই জগতের আবির্ভাব তিরোভাব মায়িক বলিয়া কথিত হয়। জীবের শরীরধারণ, সংসারাবস্থা, ধর্ম্ম, শুভাশুভ-ফল-ভোগ মায়িক ও পরমা-র্থতঃ অসত্য বলিয়া উক্ত হয়। ফলে বেদান্ত শাস্ত্র সে সমস্তকে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, বা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অসত্য কহেন না। কিন্তু শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-বোধ, তেজ ও কাচে বারিবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা বলেন। কেন না সেই ঈশ্বরীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি, যাহাকে বুঝিয়া উঠা যায় না এমন্ত

তাহারই পরিণাম। সেই দৈবশক্তিতে এই জগৎ ও জৈবিক ব্যাপারের ভান হইতেছে। জগৎ ও শরীরাদি সহস্র সত্য হইলেও তাহা প্রকৃতির বিকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি। সুতরাং বেদান্ত বলেন "হে জীব বুঝিয়া বল কাহাকে আমি, বা আমার শরীর বলিতেছ? শরীর ধরেন বলিয়া জীবের অর্থাৎ জীবাত্মার নাম শারীর। তাঁহার শরীর, সংসার, ধর্ম্ম, ফলভোগ, হর্ষ, বিষাদ এ সমস্তই প্রকৃতির বিকার। জীবাত্মা অর্থাৎ শারীরকে এই সমস্ত আবরণ হইতে পৃথক করিয়া বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিপন্ন করাতে বেদান্ত দর্শনের আর এক নাম শারীরক মীমাংসা। এ দর্শন ক্রিয়া, প্রকৃতি, অদৃষ্ট, ফল ও স্বর্গের পক্ষপাতী নহে; তৎপরিবর্ত্তে একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষপাতী। ইহা স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদি শরীরের পক্ষপাতী নহে, কিন্তু শারীর রূপ নির্ম্মল আত্মার পক্ষপাতী। ইহা আত্মার মায়া-সম্বন্ধাধীন জীব-ভাবের পক্ষপাতী নহে, কিন্তু মায়ামুক্ত ও ব্রহ্মে যুক্ত তদীয় ব্রহ্মধাতুর পক্ষপাতী। এ দর্শনের মতে ব্রহ্মই বিশ্বযোনি এবং শাস্ত্রযোনি। তাঁহা হইতে এই বিশ্ব, জীব, মানবপ্রকৃতি, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিধায়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিধি, ক্রিয়া সমস্তই স্বভাবতঃ জন্মে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থূল সূক্ষ্ম কোন পদার্থ, কোন তত্ত্ব, কোন বিধি, কোন জ্ঞান স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব সর্ব্ব-জ্ঞানের আকরস্বরূপ মহামহিমান্বিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রও তাঁহা হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া, তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত থাকিয়া এবং তাঁহাতে বিলয়োন্মুখী হইয়া এই বিশ্ব-সংসার সহস্র হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে অকৃত্রিমভাবে ন্যায় তটস্থ লক্ষণে দেখাইয়া দিতেছে; সেইরূপ, হৃদয়গত প্রার্থনার শেষ ফল স্বরূপ, হৃদয়কমলবাসী পরমাত্মার জ্ঞাপক, মহাপবিত্র বেদশাস্ত্র তাঁহা হইতেই স্বভাবতঃ সমুদ্ভূত হইয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মকে এবং তাঁহার পরম পবিত্র জ্ঞানকে তটস্থ ও স্বরূপ উভয় লক্ষণ দ্বারা কহিতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম যেমন বেদের কারণ, বেদও সেইরূপ তাঁহার যথাবৎস্বরূপ-জ্ঞাপক। কিন্তু ক্রিয়াবাদিগণের আপত্তি এই যে বেদ অপৌরুষেয়। তদ্যোনিত্ব-কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেদ কেবল ক্রিয়ার শাস্ত্র, তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বা তটস্থ লক্ষণ কি রূপে থাকিবে?

বেদান্ত দর্শন এই উপস্থিত "শাস্ত্রযোনিত্ব" সূত্রে উক্ত আপত্তির মীমাংসা করিতেছেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন।

"অনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোর্ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্যস্মান্মহতোভূতাদ্যোনেঃ সম্ভবঃ। অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্য মহতোভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেতি।"

অনেক শাখাতে বিভক্ত, দেবতির্য্যক মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রমাদি বিভাগের হেতু, সর্ব্বজ্ঞানের আকরস্বরূপ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সকল নিশ্বাস-ক্ষেপণের ন্যায় বিনা প্রযত্নে অবলীলাক্রমে যে মহৎ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং শ্রুতিতেও উক্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রকে যে মহৎ পুরুষের নিশ্বসিত কহিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব অতিশয় মহৎ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আচার্য্যেরা ভাষ্যকারধৃত উক্ত শ্রুতির অর্থ করিয়াছেন যথা

"যদৃগ্বেদাদিকমস্তি তদেতস্য নিত্যসিদ্ধস্য ব্রহ্মণোনিশ্বাসইবাপ্রযত্নেন সিদ্ধমিত্যর্থঃ।"

জীবগণ যেমন বিনা প্রযত্নে নিশ্বাস

ত্যাগ করেন, সেইরূপ সেই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের সকাশ হইতে স্বভাবতঃ অবলীলা ক্রমে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র নির্গত হয়। বেদের উৎপত্তিকে সেই হেতু শাস্ত্রে "নিশ্বসিত ন্যায়" কহেন। এরূপ উৎপত্তি অপ্রযত্নোৎপত্তি মাত্র। তাহা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি পূর্ব্বক নহে। সর্ব্বজ্ঞানাকর, চতুর্ব্বর্গফলের কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ সেই সনাতন বেদশাস্ত্র মূলতঃ ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার বলক্রিয়াও যেমন স্বভাবসিদ্ধ তাঁহার জ্ঞানক্রিয়াও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিমান, জগৎকারণ, সর্ব্বজ্ঞ এবং জ্ঞানস্বরূপ। বেদবাণী সকল কেবল ঋষিদিগের কণ্ঠনিঃসৃত নহে। তৎসমূহ তাঁহাদের হৃদয়নিঃসৃত। কেন না তৎসমস্তই অর্থ ও ভাবযুক্ত। সমস্ত বেদমন্ত্রই কামনা-প্রকাশক, ফলার্থ দৈব ক্রিয়ার সাধক অথবা নিষ্কাম মোক্ষপ্রদ জ্ঞানপ্রকাশক। মানবের যখন যেমন অবস্থা, যেমন অধিকার, যেমন ধারণা, যেমন জ্ঞান জন্মে, ঐ বাণী সকল প্রস্থান-ভেদে ও বিভাগক্রমে তাহারই উত্তরসাধক হয়। অতএব ঋষিগণের হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক যে সকল বাণী নির্গত হইয়াছে এবং যাহা নর-স্বভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে, তাহা যে ঈশ্বরীয় বিধি ও ঈশ্বর-প্রণীত-ভাব-পূর্ণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের সমগ্র মনোভাবের যিনি নিয়ন্তা তিনি যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বিধায়ক মনোভাব-নিচয়েরও নিয়ন্তা তাহাতে আর সংশয় কি? যিনি সকলের মনের ভাব সামান্য ও বিশেষরূপে জানেন, যে মহাপুরুষ বাহ্য ও মানব প্রকৃতির সমষ্টিভাবগত গুণ, ধর্ম্ম, অবগত আছেন এবং যিনি স্বয়ং সেই সকল ভাব, গুণ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উৎস তিনি যে একেবারেই সর্ব্বজ্ঞ, জগৎকারণ, বেদবিধির আকর-স্থান ও বেদশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাতে আর সংশয় কি? সেই রত্নকল্প ধর্ম্মজীবন-স্বরূপ, ভাবরাশি-স্বরূপ বেদরাশি কল্পে কল্পে চির-জীবনসখার সকাশ হইতে নির্গত হইয়া নর-হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে। যুগে যুগে ঋষিগণ সেই অমূল্য ভাবরাশিকে কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী দ্বারা কীর্ত্তন করেন। তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া বেদরূপ গ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু কোন বিশেষ নরে বেদের কোন রূপ কর্ত্তৃত্ব অর্শে না। কেবল সমষ্টি নরস্বভাবের মূল উৎসস্বরূপ ব্রহ্মেতেই তাহা অর্শিয়া থাকে। ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বিরাট প্রভৃতি নাম, কারণ সূক্ষ্ম, স্থূলাদি অবস্থা-ভেদে তাঁহাতেই আরোপিত হয়। এজন্য শাস্ত্রে কোন স্থানে বেদ সর্ব্বজ্ঞ-ঈশ্বর-কৃত কোথাও হিরণ্যগর্ভ-প্রণীত এবং কোন স্থানে বা ব্রহ্মা বা বিরাট পুরুষ হইতে উদ্ভূত কহিয়াছেন। ইহাতে অর্থের ভেদ নাই। পর ব্রহ্মের যে পাদ সৃষ্টিসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, ঐ সমস্ত নামই সমষ্টি প্রকৃতিতে উপহিত রূপে সেই পাদকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সমষ্টি প্রকৃতির যেমন কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল অবস্থাত্রয় আছে; তদনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মেরও সেইরূপ কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল এই অবস্থাত্রয় পরিকল্পিত হয়; তত্তদবস্থাপন্ন জগতেরও তদ্রূপ বীজ বা কারণাবস্থা, সূক্ষ্ম বা অঙ্কুরাবস্থা, সুব্যক্ত বা স্থূলাবস্থা আছে; এবং অবিকল সেইরূপ, মানবস্বভাবের ও মানবের জ্ঞানধর্ম্মের দর্পণস্বরূপ বেদরূপ ভাবরাশিরও তিন অবস্থা স্বীকৃত হয়। প্রলয়াবস্থায় সেই বেদরূপ ভাবরাশি সমষ্টি মানব-স্বভাবের সহিত নিরুদ্ধবৃত্তিতে কারণ-স্বরূপ ঈশ্বরেতে লীন থাকে তাহাই বেদের বীজাবস্থা। সূক্ষ্ম-সৃষ্টিকালে অতিসূক্ষ্ম

গর্ভাঙ্কুরস্বরূপ, জীবগণের সমষ্টি মনো-রাজ্যাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ নবোদিত হিরণ্যগর্ভের সহিত তাহা বিকাশোন্মুখী হয় এবং জগতের ব্যক্তাবস্থার নিমিত্তে অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহাই বেদের অঙ্কুরাবস্থা। স্থূল সৃষ্টিকালে কণ্ঠ, রসনা, বাক্‌শক্তিযুক্ত ভাবপরিপূরিত হৃদয়বিশিষ্ট, জৈবিক স্থূল-দেহের সদ্ভাব হেতু, তাহা সমষ্টি স্থূল দেহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বরূপ ব্রহ্মা অথবা বিরাট পুরুষের সকাশ হইতে ঋষিদিগের হৃদয়, কণ্ঠ ও রসনা-যোগে মূর্ত্তিমতী বাণী স্বরূপে স্থূল সৃষ্টির উপযোগী হইয়া থাকে। তাহাই বেদের সুব্যক্তাবস্থা। নিষ্পাপস্বভাব সরলচিত্ত সাধু ঋষিগণের পবিত্রভাবোন্মত্ত হৃদয় হইতে বেদবাণী সকল স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। তাহাতে কোন বিশেষ ঋষির বুদ্ধির বা ইষ্ট-সাধন-তৎপরা প্রবৃত্তির কর্ত্তৃত্ব নাই। কেবল তাদৃশ হৃদয়সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ, জীবঘন বীজ-পুরুষ-স্বরূপ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মাস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণ ঈশ্বরেরই প্রেরণা দ্বারা তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরুষসূক্তে আছে

> তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
> ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সেই সর্ব্বহুত ব্রহ্মরূপী যজ্ঞ হইতে ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজুর্বেদ উৎপন্ন হইল *। এস্থলে আচার্য্যেরা লিখিয়াছেন—

অপ্রযত্নোৎপত্ত্যোচার্থং বুদ্ধ্যা বিরচিতঃ কালিদাসাদি বাক্যৈঃ বৈলক্ষণ্যাদপৌরুষেয়ত্বং প্রতিসর্গং পূর্ব্বসাম্যে-নোৎপত্তেঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যতা, অতঃ সর্ব্বজগদ্বাবস্থাবভাসিবেদকর্ত্তৃত্বনিরূপণেন সর্ব্বজ্ঞত্বং নিরূপিতং ভবতি।

বেদশাস্ত্র নিশ্বাসের ন্যায় ব্রহ্মের সকাশ হইতে অপ্রযত্নে উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধি

---

* পুরুষসূক্ত পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, তথায় ব্রহ্মাকে সমষ্টি স্থূল সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। সে ভাবে তিনি বিরাট পুরুষ রূপে পরিকল্পিত হয়েন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একমাত্র, অরূপী ও অবর্ণ। তাঁহা হইতে চন্দ্র সূর্য্য অগ্ন্যাদি-খচিত এই বিচিত্র বিশ্বরাজ্য এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব-দেহবিশিষ্ট, জ্ঞানধর্ম্মযুক্ত, মানবগণে পরিপূর্ণ ভূলোক প্রসূত হওয়ায় তিনি সমস্ত রূপ, সমস্ত রস, সমস্ত গন্ধ, সর্ব্ব জীবের বীজ পুরুষ, এবং সমস্ত ধর্ম্মের উৎস বলিয়া গৃহীত হন। "তাঁহার ঐ বিরাট মূর্ত্তির অবয়ব-সংস্থান দ্বারা ভূর্লোকাদি সমস্ত লোক কল্পিত হয়, সত্য কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থ রজস্তমঃ প্রভৃতিতে অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ।" পরব্রহ্মের স্থূল সৃষ্টিতে প্রবেশ ও নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান-ঘোষণার্থে ঐ মূর্ত্তির কল্পনা। তিনি যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বীজ পুরুষ, তখন অবশ্য তাঁহাতে সমস্ত জগতেরই অঙ্গ বীজ রূপে সংস্থিতি করে। এই অভিপ্রায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জগতের উপাদান-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি তাঁহার শক্তি বিধায়, ঐ প্রকৃতিকে অধিকার পূর্ব্বক এই কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে। এই কল্পনার প্রকারান্তরও আছে। যথা, এই স্থূল সৃষ্টির অংশে অংশে ব্রহ্ম অনুস্যূত থাকায় সেই নানা অংশ হইতে তাঁহার প্রভাব সমস্ত চয়ন পূর্ব্বক তাঁহার বীজভাব সম্পন্ন করা। এইরূপ আংশিক প্রভাব দ্বারা পূর্ণপ্রভাবকে লাভ করার নাম "অন্বয়" এবং পূর্ণভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অংশ-জ্ঞানগ্রহণের নাম "ব্যতিরেক"। পুরুষসূক্তে যে যজ্ঞের উল্লেখ আছে তাহা রূপক-ব্যাজে ঐ প্রকার অন্বয়-ব্যতিরেক-রূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। ব্রহ্মলাভই সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল। সে যজ্ঞে সমষ্টি স্থূল সৃষ্টিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই যজ্ঞপুরুষ; ব্যষ্টি রূপে স্বয়ং তিনিই স্বীয় বৈরাটিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং স্বয়ংই যজ্ঞের বলি ও হবি প্রভৃতি উপকরণ ছিলেন। এই যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সূক্ত সকল এবং ছন্দ ও যজুর্ব্বেদ জন্মিল। ব্রাহ্মণেরই বেদে অধিকার। বেদপাঠ, বেদমন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ক্রিয়াসাধন, বেদের অধ্যাপনা, এ সমস্তই ব্রাহ্মণের অর্থাৎ বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞস্বরূপ যে উচ্চ বংশ তাঁহাদের মুখে হইয়া থাকে। কিন্তু মূলতঃ বেদশাস্ত্র ব্রহ্মের সৃষ্ট। সুতরাং সমষ্টি ব্রহ্মজ্ঞগণকে বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ।" এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখ ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির অঙ্গ-সমন্বয় দ্বারা যখন বিরাট পুরুষ কল্পিত হইলেন, তখন ব্রাহ্মণই মুখ-স্থানীয় হইলেন। সেই সমষ্টি-ব্রহ্মমুখ হইতে বেদের জন্ম আর স্বয়ং তাঁহা হইতে বেদের জন্ম একই কথা। এই সর্ব্বহুত ব্রহ্মযজ্ঞে কোন পশুবধ হয় নাই। ইহাতে যাজ্ঞিকেরা সেই ব্রহ্মাকে ব্যতিরেক ন্যায়ে অর্থাৎ সৃষ্টির বিশিষ্ট প্রভাবনিচয়ে বিভক্ত রূপে অবতীর্ণ দেখিয়াছিলেন। এই ব্যতিরেক-করণ-রূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম যেন খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদিত হইলেন। এজন্য কথিত হইয়াছে যে সেই যাজ্ঞি-

পূর্ব্বক বা প্রবৃত্তিবশতঃ তাহা সৃষ্ট হয় নাই। এই জন্য তাহা অপৌরুষেয়। তাহা প্রতিকল্পে সমান ভাবে প্রকটিত ও উচ্চারিত হয় সুতরাং তাহা প্রবাহরূপে নিত্য। সমুদয় জগতের ব্যবস্থা-সম্পাদক সেই বেদের যোনি বিধায় ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইল। আচার্য্যদিগের এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য বটে; কিন্তু কোন পুরুষ-বুদ্ধির কৃত নহে বলিয়া এবং অপ্রযত্নে নিশ্বসিত ন্যায়ে উৎপন্ন বলিয়া "অপৌরুষেয়"। পূর্ব্বমীমাংসার মতাবলম্বীগণ তাহাকে ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে বলিয়া যে "অপৌরুষেয়" কহেন তাহা অযুক্ত। কেননা তাহা ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন। তাহা একাদিক্রমে নিত্য নহে, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য।

ক্রমশঃ।

---

কেরা এই যজ্ঞে সেই বিরাট রূপী প্রথমজাত বীজ পুরুষকে বলি-স্বরূপে ছেদন করিলেন। তাঁহার সেই ছেদিত খণ্ড সকল তাঁহারই শরীরোদ্ভূত এবং অঙ্গ-স্বরূপ। তন্মধ্যে তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ রূপে অথবা ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখরূপে প্রকাশ পাইলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ক্রমে তাঁহার বাহু, উরু, চরণ স্বরূপে, অথবা তাঁহার ছিন্ন বাহু, উরু, চরণ ক্ষত্রিয়াদি রূপে গৃহীত হইলেন। অথবা লক্ষণাপ্রয়োগে ইহাই বল যে তাঁহার সেই সমস্ত অঙ্গ হইতে ইহাঁরা সকলে জন্মিলেন। তাৎপর্য্যতঃ সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন। এই যজ্ঞে চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্ বায়ু, ইন্দ্রাগ্নি, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, এবং ভূমি তাঁহার হৃদয়, নেত্র শ্রোত্র, নাসিকা, বদন, নাভি, মস্তক ও পদ হইতে ক্রমে উৎপন্ন হওয়া কথিত হইয়াছে। এ সমস্তই রূপক। কিন্তু সমস্তই তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এই অভিপ্রায়। সমষ্টি স্থূল সৃষ্টির তিনি বীজ, এ সমস্ত তাঁহারই মহিমা ইহাই জ্ঞাপন উদ্দেশ্য। বেদশাস্ত্রকেও সেইরূপ রূপক ব্যাজে তাঁহার মুখের বাক্য কহিয়াছেন, কিন্তু তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের আকর স্বরূপ বৈদিক ভাবরাশি তাঁহারই অক্ষয় নিয়ম হইতে উৎপন্ন। ঋষিরা মহা পবিত্র দৃষ্টিতে তৎসমূহকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বাক্য রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ প্রস্তাবে, বেদ অতি পবিত্র শাস্ত্র। আর আর সমস্ত ধর্ম্ম ও জ্ঞানশাস্ত্র সেই পরমাকর হইতে উদ্ভূত।

## পাতঞ্জল দর্শন।

মহর্ষি পতঞ্জলি এই দর্শনের প্রথম প্রকাশক। তিনি কতিপয় সূত্র মাত্র সংক্ষেপে লিখিয়া যান। তৎপরে মহর্ষি ব্যাস সেই সূত্র গুলি স্বকৃত ভাষ্য দ্বারা বিশেষ রূপে বিবৃত করেন। এই সূত্র ও ভাষ্য উভয় মিলিয়া পাতঞ্জল দর্শন। তবে পৃথক পৃথক নামও আছে। সূত্রকে পাতঞ্জল-সূত্র ও ভাষ্যকে পাতঞ্জল-ভাষ্য কহে। এই শাস্ত্রে জ্ঞান-যোগ, ক্রিয়াযোগ ও ভক্তিযোগ ত্রিবিধ যোগই নির্ণীত হইয়াছে। তবে জ্ঞানযোগ ও ক্রিয়াযোগ যেমন বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে তদ্রূপ ভক্তিযোগের বিবরণ নাই। এই ভক্তিযোগ সংক্ষেপেই বলিয়াছেন। শাস্ত্র যোগ-বিবরণে পূর্ণ বলিয়া ইহার যোগ-শাস্ত্র নামও লোকে প্রচলিত। এবং ইহাতে যে সকল পদার্থ স্বীকৃত আছে সে সমস্ত সাংখ্য শাস্ত্রের স্বীকৃত পদার্থ এই জন্য ইহার ভাষ্যকে "সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য" কহে। এই শাস্ত্র ঈশ্বরপরায়ণ। ঈশ্বর এ শাস্ত্রের প্রধান তত্ত্ব এই জন্য ইহাকে "সেশ্বর দর্শন" বা "সেশ্বর সাংখ্য" ও বলে।

পাতঞ্জল দর্শনে সমষ্টিতে চারিটি পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদ গুলির নাম পাদ। প্রথম পাদে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা আছে। তাহার নাম সমাধিপাদ। দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগের বিবরণ আছে। তাহার নাম সাধনপাদ। তৃতীয় পাদে বিশেষ রূপে অণিমাদি বিভূতি সকল বিবৃত হইয়াছে। তাহার নাম বিভূতিপাদ। এবং চতুর্থ পাদে বিশেষরূপে কৈবল্য মুক্তির বিবরণ আছে। তাহার নাম কৈবল্যপাদ।

এই পাতঞ্জল দর্শন যদিও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র অপেক্ষা সমধিক কঠিন কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য, একবার এ শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইলে সুখের পরিসীমা থাকে না। যেমন জ্যোতিষ

ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রত্যক্ষফলদ তদ্রূপ এ শাস্ত্রও প্রত্যক্ষফলদ। চিকিৎসা শাস্ত্রের যেমন চারিটি আর্থিক বিভাগ আছে তদ্রূপ ইহাতেও চারিটি আর্থিক বিভাগ আছে। অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রও রোগ, রোগনিদান, আরোগ্য, ভেষজ এই চারিটিতে চতুর্ব্যূহ। যোগশাস্ত্রেরও হেয়, হেয়হেতু, হান ও হান-হেতু এই চারিটিতে চতুর্ব্যূহ।

---

সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য, সমাধিপাদ।

ব স্তাক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়, প্রক্ষীণক্লেশরাশির্ব্বিষমবিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী। সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং, দেবোঽহীশঃ স নোঽব্যাৎ সিতবিমলতনুর্যোগদো-যোগযুক্তঃ।

যিনি জীবগণের উপকারার্থ অখণ্ডদো-র্দণ্ডায়মান ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রভৃতি খণ্ডভাব ধারণ করিয়াছেন। উভয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া গমনশীল (ভুজগ) জীবগণ, যাঁহার সততই প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। অর্থাৎ যে সকল জীব, প্রবৃত্তি বা সংসার পক্ষে ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তি বা সন্ন্যাস পক্ষে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাঁহারা, যাঁহার প্রীতি-ভাজন। যিনি সমস্ত জ্ঞানের প্রসূতি। অর্থাৎ জীবগণের প্রসূতি মাতা যেমন জীবগণকে জন্ম দিবার পূর্ব্বে স্বীয় উদরে কিছু কাল বদ্ধ করিয়া রাখেন তদ্রূপ যিনি জীবগণের হৃদয়ে পরতত্ত্ব সকল বিস্তার করিবার পূর্ব্বে স্বীয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডোদরে কিছু কাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছেন (এই নিমিত্তই জীবগণের শীঘ্র সর্ব্বজ্ঞতা বা অনন্ত জ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মাণ্ডরূপী উদর মধ্যে জ্ঞানের যতদিন আচ্ছন্ন ভাবে থাকিবার নিয়ম আছে তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য!) যিনি পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত হইয়াও সুভোগী অর্থাৎ নিত্য আনন্দভোগবিশিষ্ট। যিনি নিরাকার হইয়াও খণ্ড ভাব ধারণ করিয়া অসংখ্যবদন হইয়াছেন। যিনি সংসার রূপ বিষের নিবৃত্তির জন্য দয়া করিয়া বিষম বিষ স্বরূপ (অর্থাৎ বিষস্য বিষমৌষধং) মৃত্যুরও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহা হইতে জীবগণের অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা সকল ক্ষীণ হইয়া থাকে। যাঁহার শরীর না থাকিলেও খণ্ডভাব ধারণে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষই শরীর হইয়াছে। এবং যিনি স্বয়ংই যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। অর্থাৎ ক্ষণে মুহূর্ত্তের যোগ, মুহূর্ত্তে দণ্ডের যোগ, দণ্ডে ক্ষণ মুহূর্ত্তাদির যোগ এই রূপ সকল খণ্ড কালেই সকল খণ্ড কালের সহিত যুক্ত হইতেছেন। এরূপ যোগযুক্ত না হইলে জগতের কদাচ কোনো কার্য্যই সম্পাদিত হইত না। হে প্রিয় শিষ্যগণ! এক্ষণে আমি প্রার্থনা করি, এই রূপ যোগযুক্ত কালাখ্য-শক্তি-রূপী যে ঈশ্বর, তিনি দয়া করিয়া তোমাদিগকে তোমাদের চিত্তের ব্যামোহ-ভাব হইতে রক্ষা করুন।

(সূত্র) অথ যোগানুশাসনং॥ ১॥

ভাষ্য। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ।

যোগানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বোদিতব্যং।

যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্ব্বভৌমঃ চিত্তস্য ধর্ম্মঃ।

ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্ত-ভূময়ঃ।

সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি, জিজ্ঞাসু শিষ্যগণের নিকট "এক্ষণে তবে যোগশাস্ত্র বলিতে আরম্ভ করিলাম" এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মহর্ষির প্রথম সূত্রীয় এই প্রতিশ্রুত বাক্যে একটি 'যোগ' শব্দ আছে। ইহার অর্থ লোক-প্রচলিত অবয়ব অবয়বীর সংযোগ, বা জাতি ব্যক্তির সমবায় যোগ, বা শব্দ অর্থের তাদাত্ম্য যোগ নহে। কিন্তু এখানে সমাধি-বোধক 'যুজ' ধাতু-নিষ্পন্ন যোগ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। সুতরাং এ যোগ শব্দে সমাধি বুঝিতে হ-

ইবে। সমাধি কি? সূত্রকার পরে আপনিই বলিবেন। আমরা এক্ষণে সামান্যত এই মাত্র বলিয়া রাখি,—যাহা, মধুমতী, মধুপ্রতীকা ও বিশোকা নামক যোগি-জন-প্রসিদ্ধ চিত্তের অবস্থা সকলে বিদিত আছে তাহাকে সমাধি কহে। অথবা ইহাও যদি এখন বুঝিতে কঠিন হয়, তবে অন্তঃকরণের যে একাগ্রতা ধর্ম্ম তাহাকে সমাধি বলিয়া জানিয়া রাখ। সাংখ্য শাস্ত্রে অন্তঃকরণের পাঁচ প্রকার অবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। ক্ষিপ্ত তাহার প্রথম, মূঢ় দ্বিতীয়, বিক্ষিপ্ত তৃতীয়, একাগ্র চতুর্থ, নিরোধ পঞ্চম। এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে চতুর্থ একাগ্র অবস্থার যে ধর্ম্ম তাহাকে সমাধি বলিয়া বিবেচনা করিতে পার।

ভাষ্য। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্‌ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স "সম্প্রজ্ঞাতোযোগ" ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতো বিচারানুগতোঽস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসংপ্রজ্ঞাতঃ ॥১॥

ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্ত চিত্তও সমাধির প্রতিবন্ধক, উপকারী নহে। কেহ কেহ সন্দেহ করেন,—বিক্ষিপ্ত চিত্তে ক্ষিপ্ত অপেক্ষা বিশেষ আছে। অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কখন কখন ক্ষণ কালও ত স্থৈর্য্যভাব হয়, তবে কেন ইহা সমাধির উপকারী হইবে না? বিক্ষিপ্ত অবস্থার যে ক্ষণিক ধৈর্য্য বা স্থৈর্য্য ভাব দেখিতে পাইতেছ সে টুকু মাধ্যমিক জানিবে। অর্থাৎ সেই স্থৈর্য্যভাব টুকুর আদি ক্ষণেও চাঞ্চল্য আছে, পর ক্ষণেও চাঞ্চল্য আছে; সুতরাং সেই মাত্র মধ্যম-ক্ষণ-স্থায়ী ক্ষণিক ধৈর্য্যভাব দ্বারা সমাধির আর কি উপকার হইবে? কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি সর্ব্বতঃশত্রুপূর্ণ জনতা মধ্যে প্রবিষ্ট, তাহার আবার মিত্রসহায়তা-সামর্থ্য!! বিজ্ঞগণ তাহার অস্তিত্বেরই লোপসম্ভাবনা করিয়া থাকেন। মিত্রের সহায়তা করা ত সুদূর-পরাহত। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, এই ক্ষিপ্তাদি পঞ্চবিধ চিত্তের মধ্যে এক একাগ্রধর্ম্মি চিত্তই সমাধির উপকারী। যেহেতু ইহাতে চাঞ্চল্যভাব কিছু মাত্র থাকে না। সকল ক্ষণেই ইহাতে স্থৈর্য্য-ভাব থাকে। সুতরাং শীঘ্রই সমাধিকে আনিতে পারে। এই একাগ্রচিত্তে অবস্থিত সমাধিই পরমার্থ-তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। ক্লেশ সকল নষ্ট করে। সংসার (জন্ম মৃত্যু) জনক কর্ম্মবন্ধ (সঞ্চিত অদৃষ্ট) সকল দগ্ধরজ্জুকল্প করিয়া দেয়। এবং নিরোধ-অবস্থার অব্যবহিত-পূর্ব্ব শুভ ক্ষণটীকে শীঘ্রই সম্মুখীন করিয়া দেয়। একাগ্রধর্ম্মি চিত্তে অবস্থিত ঈদৃশ বহু উপকারী সমাধিকে যোগীরা "সংপ্রজ্ঞাত" নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংপ্রজ্ঞাত সমাধি বিতর্ক, বিচার, অস্মিতা ও আনন্দরূপ আলম্বন-ভেদে চতুর্ব্বিধ। এই চতুর্ব্বিধ যোগের বিবরণ পরে বিবেচ্য রহিল। তবে প্রসঙ্গত এইমাত্র জ্ঞাপন করিয়া রাখি যে, এই সংপ্রজ্ঞাত যোগের অভ্যাস করিতে করিতে পরিপক্কতা জন্মিলে যখন চিত্তের কিছু মাত্র থাকিবে না, একেবারে সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হইয়া যাইবে তখন চিত্তকে নিরুদ্ধচিত্ত ও যোগকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি কহিয়া থাকেন॥ ১॥

ভাষ্য। তস্য লক্ষণাভিধিৎসয়া সূত্রং প্রবর্ত্ততে।

সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত নামে যে দ্বিবিধ সমাধি বলিলাম, মহর্ষি সূত্রকার এই দ্বিবিধ সমাধিকেই একমাত্র "যোগ" এই শব্দ দ্বারা উপস্থিতি করিতে অভিলাষী হইয়া এক্ষণে দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা যোগের পরিচয় দিতেছেন।

ক্রমশঃ।

# বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত ঐকমত্যে আমরাও বাঙ্গালা ভাষাকে তিন কালে বিভক্ত করিব। ভাষার বাল্যকাল বা প্রথম অবস্থা এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "কোন ব্যক্তিই আপনার বাল্যাবস্থার বিবরণ নিশ্চয় বলিতে পারে না। আমরা কোন্ পিতামাতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছি, কোন্ দেশে বা কোন্ সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, বাল্যকালে আমাদের কে কে অভিভাবক ছিলেন, কাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি এ সকল কথা অন্যে কেহ বলিয়া না দিলে, আমরা কখনই জানিতে পারিতাম না। ভাষার পক্ষেও সেই রূপ।"

কোন্ মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থরচনা করেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সেই গ্রন্থের ভাষা কিরূপ ছিল তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে। রাজনারায়ণ বাবু বিদ্যাপতিকে বঙ্গভাষার আদি কবি লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে "রাজমালা" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; সুতরাং রাজমালা-প্রণেতা পণ্ডিতদ্বয় শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের সিংহাসনে বিদ্যাপতিকে সংস্থাপন করা কি ন্যায়সঙ্গত?

শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর

প্রণীত

রাজমালা।

"বিষম-সমর-বিজয়ী, মহামহোদয় শ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেববর্ম্মণ" ৮১৭ ত্রিপুরাব্দে (১৩২৯ শকাব্দে, ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে) ষোড়শ-সিংহ-ধৃত ত্রিপুরার চিরপ্রসিদ্ধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে ত্রিপুরার রাজকীয় ঘটনাবলী রাজস্থানের ন্যায়[১] কেবল চারণ (চিন্তাই) দিগের মৌখিক কবিতায় প্রকাশ পাইত। ত্রিপুর-বংশাবতংস শ্রীধর্ম্ম-মাণিক্য দেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজসভার প্রধান পণ্ডিতদ্বয় শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকে বাঙ্গালা ভাষায় ত্রিপুর-রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতায় ত্রিপুর-নৃপতিগণের ইতিহাস রচনা করিয়া সেই গ্রন্থকে "রাজমালা" আখ্যা দান করেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ও প্রচলিত ভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বিদ্যাপতির রচনার ন্যায় ইহাতে হিন্দীর বাহুল্য নাই। রাজমালার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অসঙ্কুচিত ভাবে রাজমালাকে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক কাব্য[২] এবং ব্রাহ্মণ-কুলজ শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকে আদি-কবি, ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

সুবিখ্যাত রেবারেণ্ড জেইম্‌স্ লং সাহেব এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The *Rajmala* is a curiosity as presenting us with the oldest specimen of Bengali composition extant, the first part of it having been compiled in the beginning of the 15th century, the subsequent portion were composed at a more recent date. We may consider this

১ মিবার রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস "খোমান-রস" হইতেও ত্রিপুরার রাজমালা ১৫০ বৎসরের প্রাচীন। ইহা বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের কথা নহে।

২ এ স্থলে কাব্য অর্থে গল্প নহে; পয়ারাদি ছন্দে লিখিত ইতিহাস। হিন্দীতে ইহাকে "রস" বলে। টড সাহেব "রস" কে ইংরেজিতে Poetical legends of Princes লিখিয়াছেন।

as the most ancient work in Bengali that has come down to us." ৩

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত লং সাহেব রাজমালার সংক্ষিপ্ত ইংরাজি অনুবাদ এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নেলে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেবও এই গ্রন্থের আর একটী ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ৪। প্রস্তাবলেখকের প্রণীত ত্রিপুরার ইতিবৃত্তও ঐগ্রন্থ অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন কি কারণে রাজমালাকে ৯০০ বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাবু রজনীকান্ত গুপ্তও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতানুসরণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন "ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরাম বসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্য-চরিত মধ্যকালের গদ্যগ্রন্থ।" রাজমালা খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও প্রতাপাদিত্য-চরিত বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার এক খানিও মধ্যকালের গ্রন্থ নহে। বিশেষতঃ রাজমালা যে গদ্যগ্রন্থ নহে ইহা আর পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না।

এস্থলে রাজমালার একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। কিন্তু সময়ান্তরে রাজমালার বিস্তারিত সমালোচনার বাসনা রহিল।

## চণ্ডীদাস,

## ও

## মৈথিল কবি বিদ্যাপতি।

চণ্ডীদাস বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলজ। বীরভূম জেলার-সাকুল্লীপুর থানার অধীন নান্নুর নামক গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি প্রথমতঃ বাশুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর উপাসক ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিমস্ সাহেব বলেন "বাশুলী" অনার্য্যদিগের দেবতা, আর্য্যগণ এই দেবতাকে তাঁহাদের দেবতা-শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া "বিশালাক্ষী" আখ্যা দান করিয়াছেন। বিমস্ সাহেবের এই নির্দ্দেশ সঙ্গত কি না তাহা আমাদের বিচারের প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাস প্রথমতঃ শাক্ত ছিলেন ইহা স্বীকার্য্য বিষয়। বৈষ্ণবগণ বলেন—তিনি একদা নদীতে স্নানার্থ গমন করেন। সেই সময় নদীর স্রোতে একটী প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প ভাসিয়া যাইতেছিল। চণ্ডীদাস সেই পুষ্পটী লইয়া ভাবিলেন তদ্দ্বারা বিশালাক্ষীর পূজা করিবেন। তিনি স্নানান্তে দেবীর গৃহে উপনীত হইলে, বিশালাক্ষী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "বৎস, এই পুষ্পটী কখনও আমার চরণে দিও না।" চণ্ডীদাস বলিলেন "কেন মাতঃ"। বিশালাক্ষী বলিলেন "ইহা দ্বারা প্রভুর পূজা করা হইয়াছে। অতএব আমার মস্তক ইহার উপযুক্ত স্থান।" চণ্ডীদাস বলিলেন "তোমার প্রভু কে?" দেবী বলিলেন "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ"। চণ্ডীদাস এই বাক্য শ্রবণ মাত্র সামান্য দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই গল্পটী যে ক্রূরাশয় বৈষ্ণব-নামধারী অবৈষ্ণবের কল্পিত তাহা বলা বাহুল্য।

বৈষ্ণবগণ বলেন "চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভগবানের আদেশানুসারে তিনি রামি ধোপানীকে বৈষ্ণবীরূপে গ্রহণ করেন।" তিনি বৈষ্ণব হইয়া রামির প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, কি রামির প্রণয়াসক্ত বলিয়া সমাজচ্যুত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক তান্ত্রিকদিগের মানবী শক্তি

৩ Journal. Asiatic Society of Bengal. Vol XIX. page 536.

৪ Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. VI.

বৈষ্ণবদিগের বৈষ্ণবী তাহাদিগের বিবেচনায় ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই ব্যবহারে অবশ্যই ঘৃণা করিব। বিমস্ সাহেব বলেন চৈতন্যের পূর্ব্বে চণ্ডীদাসই একটী নীচ জাতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়া মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যদি চণ্ডীদাস রামিকে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই বলিতাম তিনি জাতিভেদের শৃঙ্খল সর্ব্বাগ্রে ছেদন করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবী-গ্রহণের প্রথাটী আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত বিশুদ্ধ নহে।

বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন—"চণ্ডীদাস ও রামি ঘর চাপা পড়িয়া একে অন্যের বাহুর উপরে থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।"

বিমস্ সাহেব তাঁহার "বঙ্গীয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "চণ্ডীদাস ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।[৫] কিন্তু কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া তিনি চণ্ডীদাসের জন্ম মৃত্যুর অব্দ নিরূপণ করিলেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। চণ্ডীদাসের সময় নিরূপণের একটী সহজ উপায় আছে। কারণ তিনি বিদ্যাপতির সমকালীন লোক। বিদ্যাপতি একজন মৈথিল কবি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহাকে বাঙ্গালী লিখিয়াছেন। বিমস্ সাহেব তাঁহার "বঙ্গীয় প্রাচীন বৈষ্ণব কবি" শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাপতির এক অদ্ভুত জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"বিদ্যাপতি ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্ভবত এই তারিখটীই সঙ্গত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্য ভাগে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ গঠিত হইয়া আসিতেছিল, তাঁহার ভাষাও ঠিক সেই রূপ। তিনি ব্রাহ্মণ-কুলজ; তাঁহার পিতার নাম ভবানন্দ রায়। তাঁহার প্রকৃত নাম বসন্তরায়। একটী কবিতায় তিনি এই নামের ভণিতা দিয়াছেন (পদকল্প তরু, ১৩১৭) ইহাঁর নিবাস যশোহরের অন্তঃপাতি বরন্নাটোর গ্রাম[৬]। বিদ্যাপতি তাঁহার আশ্রয়দাতা রায় শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লক্ষ্মী দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী কবিতায় তিনি পাঁচ জন গৌড়েশ্বরের (five Lords of Gour) চির জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন[৭]। এই সকল নিদর্শন দ্বারা আমরা কবি বিদ্যাপতিকে নবদ্বীপবাসী লিখিতে পারি। বিদ্যাপতির পরে এই স্থানেই চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করেন। রায় শিবসিংহ ও অন্যান্য গৌড়েশ্বর নদীয়া

৫ "The Early Vaishnava Poet's of Bengal," Indian Antiquary. Vol II p. 187.

৬ ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন "গত ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে কোনও পত্রপ্রেরক এই ভাবে লিখিয়াছেন যে জিলা যশোহরের অন্তর্গত ভুর্শুটির নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণ জাতীয় ভবানন্দ-রায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। উহাঁর প্রকৃত নাম বসন্ত রায়—বিদ্যাপতি উপাধি মাত্র। উহার রচিত পদাবলী বসন্ত সুকুমার কাব্য।" ইহার সহিত বিমস্ সাহেবের মতের ঐক্য আছে।

৭ "চিরঞ্জীব পঞ্চ গৌড়েশ্বর বিদ্যাপতি ভণে।", বিমস্ সাহেব এই চরণের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্ত—পঞ্চ গৌড় ও দাক্ষিণাত্য—পঞ্চ দ্রাবিড় শব্দে আখ্যাত হইত। সেনরাজগণ বাঙ্গালাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন (বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ়, বারেন্দ্র, মিথিলা।) জনৈক বাঙ্গালী ঐতিহাসিক বাঙ্গালার সেই পাঁচ অংশকেই পঞ্চ গৌড় লিখিয়াছেন। কিন্তু স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকৌৎকলাঃ। পঞ্চ গৌড় ইতি খ্যাতাঃ।" বিদ্যাপতি চাটুকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয়দাতা শিবসিংহকে পঞ্চ গৌড়ে (আর্য্যাবর্ত্তে) শ্বর লিখিয়াছেন। বিমস্ সাহেব ইহা বুঝিতে না পারিয়া উদ্ধৃত চরণের এই চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রদেশের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার লিখিত ভাষা তৎকালে মালদহ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল।"

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে বিদ্যাপতির সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার সহিত ঐকমত্যে আমরা সেই প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

"মিথিলায় পঞ্জী নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে; তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেবের রাজত্ব সময়ে উক্ত গ্রন্থ রচনারম্ভ হয়।"

"এই পঞ্জী গ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য। তিনি মিথিলাপতি শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। এই রাজা মৈথিল ব্রাহ্মণবংশীয়, রাজা দেবসিংহ তাঁহার পিতা, লখমা (লক্ষ্মী) দেবী তাঁহার মহিষী। রাজা শিবসিংহ ১৩৬৯ শকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সার্দ্ধ তিন বৎসর রাজত্ব করেন।"

"বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে (১৩৭৯ শকে) তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতিকে বীসপী নামক এক গ্রাম দান করেন। বিদ্যাপতির উত্তর-পুরুষগণ অদ্যাপি সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। রাজা শিবসিংহ নিজ ভূম্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতি-দত্ত দান-পত্র দৃঢ়করণার্থে আপনিও কবিকে একখানি দান-পত্র দেন।" রাজকৃষ্ণ বাবুর জনৈক বন্ধু সেই দান-পত্র হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—

"(২৯৩) লক্ষ্মণসেন ভূপতির অব্দে শ্রাবণ মাসে শুভ তিথিতে শুক্ল পক্ষে বৃহস্পতি বারে বাগ্বতী নদীর তীরে গজরথাশ্ব প্রসিদ্ধ পুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞাবান্ দানোৎসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া সভ্য সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসরোবর বীসপী নামক গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসন স্বরূপ প্রদান করিলেন।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শিবসিংহ ৩৩৯ লক্ষ্মণাব্দে (১৩৬৯ শকাব্দে) পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হন। অথচ এস্থলে ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের সেই নৃপতি-প্রদত্ত শাসনপত্র দর্শন করিলে একটী ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতগণ অনুমান করেন "যে এই দান-পত্র তাঁহার যৌবরাজ্য-কালে প্রদত্ত।"

অন্যান্য রাজ্যের যুবরাজ-প্রদত্ত দুই এক খানি তাম্র-শাসন আমরা দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ১১৬৩ ও ১১৬৬ সংবতে কান্যকুব্জের যুবরাজ গোবিন্দচন্দ্র তাম্রশাসন দ্বারা দুই জন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। এই দুই শাসন-পত্রে গোবিন্দচন্দ্র আপনাকে স্বীয় পিতার অধীনে "যুবরাজ" লিখিয়াছেন। সেই গোবিন্দচন্দ্র ১১৭৪ সংবতের শাসন-পত্রে আপনাকে যুবরাজের পরিবর্ত্তে "মহারাজাধিরাজ" ঘোষণা করিয়াছেন। এই রূপ অবস্থায় রাজা শিবসিংহ যে তাঁহার পিতার সমক্ষে আপনাকে রাজাধিরাজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।

শিবসিংহের সনন্দখানা তাম্রপত্রে কি কাগজে লিখিত এবং তাহা রাজকৃষ্ণ বাবু

স্বয়ং দর্শন করিয়াছেন কি না ইহা আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তদুত্তরে বলিলেন "সনন্দ তিনি স্বয়ং দর্শন করেন নাই, এবং তাহা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ কি কাগজে লিখিত ইহাও বলিতে অক্ষম। যদি সনন্দ কাগজে লিখিত হইয়া থাকে তবে তাহা যে এইক্ষণ নিতান্ত জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ সনন্দের অব্দ অঙ্কপাত পূর্ব্বক লিখিত হয় নাই। একটী শ্লোকের প্রথম চরণ এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে— "অব্দে লক্ষ্মণসেনভূপতিমিতে বহ্নি (৩) গ্রহ (৯) দ্ব্য (২) ঙ্কিতে"। যদি এস্থলে বহ্নি, গ্রহ, ও দ্বি এর পরিবর্ত্তে গ্রহ, বহ্নি, নেত্র, (=৩৩৯) অথবা চন্দ্র, বেদ, বহ্নি (=৩৪১) বানহার দ্বারা পাঠ-পরিবর্ত্তন করা যায় তাহা হইলেও একটী সঙ্গত অব্দ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সনন্দ দর্শন না করিয়া আমরা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। যদি মিথিলাপ্রবাসী কোন পাঠক এ বিষয়ে আমাদিগকে কিছু সাহায্য করেন তাহা হইলে আমরা নিতান্ত বাধ্য হইব। আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে মৈথিল পাণ্ডিতগণ ইহাতে কিছু গণ্ডগোল করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

---

## ঘাসীদাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি।)

যে রজনীর প্রভাতে ঘাসীদাসের জীবনের অত্যুত্তম গৌরবান্বিত দিবসের অভ্যুদয় হইবে, তাহার অবসানে তিনি সূর্য্যকে পশ্চাতে রাখিয়া শুভ্রবসনা-ঊষা-পরিসেবিত গিরি-শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন, দেখা গেল। বোধ হইল যেন ভৌতিক জ্যোতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জ্যোতির শ্রেষ্ঠতা কার্য্যতঃ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে সূর্য্যরশ্মি তাঁহার স্বজাতীয়দের সমুৎসুক নেত্রে প্রতিফলিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি বিমল জ্যোতিষ্মান আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল তাহাদের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য ধীর গভীর ভাবে দৃঢ় দ্রুত পদে প্রাচ্য পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতেছেন; এবং দূর হইতে তাহা দেখিয়া চামারদিগের আহ্লাদের সীমা থাকিতেছে না। তাহারা সহসা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উচ্চরবে আনন্দসূচক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এরূপ অবস্থায় ঘাসীদাস সমাদৃত হইয়া তাহাদের মধ্যস্থ হইলে, তাঁহার মনে যে এক অনুপম সুখবোধ হইয়াছিল, তাহা অনুভবের বিষয় হইলেও বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তিনি কৌতুকাবিষ্ট চামারদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে তাঁহার তপস্যার্জ্জিত এই সহজ ধর্ম্মমত সকল উদ্ঘোষণ করিতে লাগিলেন যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও বিধাতা যে অনাদি অদ্বিতীয় পুরুষ, তিনি চামারদিগেরও অধিদেবতা। তিনি রূপ-নাম-বিবর্জ্জিত। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয় না। প্রত্যুত তাঁহার প্রতিমাই নাই; তিনি অপ্রতিম, নিরাকার। তিনি সকলেরই নমস্য; নত মস্তকে ভক্তিভাবে সকলেই তাঁহার শরণাগত হইবে। অপিচ, তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে, এই সমস্ত ব্রহ্মবাক্য তিনি নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনা সহকারে সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং সেই ঈশ্বরের বরেই তিনি এই নূতন ধর্ম্মের আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। এই পদ চিরকাল তাঁহার বংশানুগত থাকিবে।

উপরি উক্ত সহজ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত অচিরাৎ ছত্রিশ গড়ের সমগ্র চামার-সমাজে

প্রচারিত হইল; এবং তাহারাও অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে লাগিল। ঘাসীদাসের জীবিত-কাল-মধ্যেই তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার উদ্ভাবিত মত পঞ্চলক্ষ নিপীড়িত আত্মাকে উপধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধন হইতে ছেদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। বস্তুতঃ ঘাসীদাস তাঁহার উচ্চতম অভিলাষ সুসিদ্ধ হইতে দেখিয়া,—তাহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রভাব সমূহ স্বজাতীয়দিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে দেখিয়া, আশ্বস্ত হৃদয়ে লীলাসম্বরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে! কয়জন ধর্ম্মপ্রচারকের ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে?

যাহা হউক, অতি অল্প কাল মধ্যে ঘাসীদাস-ঘোষিত ধর্ম্ম-মতের এরূপ যে বহুল প্রচার হইয়াছিল, তৎপ্রতি কারণ এই যে, তিনি কোন দুর্ব্বোধ্য জটিল মত উদ্ভাবন করিয়া তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই হৃদয়ে গূঢ় বা ব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে,—তাহা সনাতন সত্য। তাহা গ্রহণ করিবার জন্য মানব মন স্বভাবতঃ সমুৎসুক; অতএব তিনি চামারদিগের মধ্যে সেই সত্য প্রচার করিয়া কোন রূপ বিপ্রলাপ কীর্ত্তন করেন নাই, বরং তিনি তদ্দ্বারা তাহাদের একটী মহৎ অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য প্রতাপে চামারেরা এতাবৎ কাল ধর্ম্ম্য অধিকার হইতে একবারে বঞ্চিত ছিল; তাহারা অযাজ্য অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম হইতে তাহারা কিছু মাত্র আশ্বাস প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু ধর্ম্মের আশ্বাস ব্যতীত ইহ সংসারে কিছুতেই মানব মনের সুস্থতা বিধান হইতে পারে না, মন সর্ব্বদা অবিতৃপ্ত থাকে। বস্তুতঃ যে সময় ঘাসীদাস তাহাদিগকে এই শুভ সংবাদ আনিয়া দিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর-প্রসাদে তিনি তাহাদের মধ্যে এরূপ সদ্ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছেন, যাহা তাহাদিগকে কেবল যে আভিজাত্য-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণাদি হিন্দুদিগের সুদারুণ ঐহিক পীড়ন হইতে নির্ম্মুক্ত করিবে এরূপ নহে, তাহারা পরম উপাদেয় আজন্মাধিগত অধিকার—ধর্ম্ম্য অধিকার হইতে এত দিন যে বঞ্চিত ছিল, সেই বিষম বিড়ম্বনা হইতেও তাহারা মুক্ত হইবে;—এই শুভ সংবাদ যে সময় ঘাসীদাস প্রচার করেন, সে সময় চামারদিগের মন ঈর্ষালু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠোর পেষণে নিতান্ত অধীর, এবং ইতিপূর্ব্বে তাহারই কর্ত্তৃক সন্ধুক্ষিত হইয়া তাহাদের পবিত্র আধ্যাত্মিক পিপাসা একান্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি উপযুক্ত সময়েই তাহাদিগকে বিশ্ব-জন-প্রার্থিত "সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ধর্ম্ম আনিয়া দিয়াছিলেন। অতএব ঘাসীদাস যে অচিরকাল মধ্যে আপন উদ্দিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ কৃতার্থতা লাভ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। তিনি তাহাদের কোন পুরাতন সম্পোষিত প্রিয় ধর্ম্ম-মতের নিপাতন সাধন করিয়া তদুপরি একটী নূতন কিছু নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। বরং যাহা তাহাদের ছিল না, যাহার অভাবে মানব জীবনে সুখ শান্তির সদ্ভাব হয় না, উদ্দণ্ড হিন্দু পুরোহিতেরা যত্ন সহকারে যাহা হইতে তাহাদিগকে এতকাল বঞ্চিত রাখিয়াছিল এবং যদর্থ সমাজমধ্যে তাহারা নিতান্ত হেয় ও অতি জঘন্য নীচ মলিন পশু হইতেও ঘৃণার্হ হইয়াছিল, তপঃসিদ্ধ ঘাসীদাস তাহাদের সেই অভাব মোচন করিয়াছিলেন,—অমূল্যধন ধর্ম্মরত্ন তাহাদের সুখাসাদ্য করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের

ভয়েই তাহারা এত কাল ধর্ম্মের সমীপস্থ হইতে পারে নাই, আজ ঘাসীদাস হইতেই তাহাদের সে ভয় অন্তর্হিত হইল, তাহারা ধর্ম্মকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে সাহসী হইল। আপনাদিগকে দীন হীন বলিয়া আর তাহাদিগকে ভাবিতে হইবে না। অপিচ, তিনি চামারদিগের মধ্যে এই নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক পথ যেমন পরিস্কৃত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তদ্দ্বারা তাহাদের সামাজিক স্পর্দ্ধা ও উচ্চাভিলাষও তেমনি সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছিলেন। কালে যে উক্ত চামারেরা স্বদেশীয় আর্য্য সন্তানদিগের প্রতিযোধ হইয়া সমাজে আপনাদের স্বাভাবিক স্বত্ব সংস্থাপনার্থ অভ্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠে, ঘাসীদাসই ঐরূপে তাহার সূত্রপাত করিয়া যান। আর তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, অবিমিশ্রিত সরল সত্য প্রচার করিয়া সাধারণ লোককে চিরাচরিত আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত করা যায় না, করিলেও তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। নিরলঙ্কৃত সত্য কেবল মার্জ্জিত মনেরই অভিগম্য। অতএব দৈবত প্রচ্ছাদনে মণ্ডিত করিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্মমত সকল প্রচার করাতে, তিনি তাহাতে যেমন কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, সামাজিক বিষয়েও অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করাতে স্বজাতীয়দিগের কুসংস্কারাবিষ্ট নির্জ্জিত মন হইতে আভিজাত্য-ভীতি নিরাকৃত করিতে তিনি তেমনি সমর্থ হইয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে তিনি আহারাদি বিষয়ে হিন্দুদিগের ন্যায় কতকগুলি কৃত্রিম কঠোর নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুদিগের সমকক্ষতা-স্পর্দ্ধী করিয়া তুলিয়াছিলেন। চামারেরা ভাবিয়াছিল, ঐ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন জন্যই হিন্দুরা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়, আর তাহা না করিয়াই তাহারা (চামারেরা) সমাজে এতকাল নরাপসদ ম্লেচ্ছবৎ হেয় ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ঘাসীদাস তাহাদের মধ্যে দেবাদিষ্ট আভাবহারিক বিধি সকল নিয়মন করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুদিগের সহিত প্রতিকক্ষতার অধিকারী করিয়াছেন। বস্তুতঃ অধুনা তাহারা সামাজিক সমতার ভাবে এতদূর উদ্দৃপ্ত হইয়াছে যে, এখন চামার নামে অভিহিত হইতে তাহারা লজ্জা বোধ করিয়া থাকে। আর, ঘাসীদাস নাকি তাঁহার এই অভিনব সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ নামকরন করিয়া যান নাই—অতএব তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা এখন আপনাদিগকে "সৎনামী" বলিয়া সংজ্ঞাত করে। ফলতঃ তাহারা সৎনামী নহে, এবং ঘাসীদাসও উক্ত সাম্প্রদায়িক মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন না। বরং ঘাসীদাস-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সহিত উক্ত সৎনামী ধর্ম্মের প্রচুর পার্থক্যই রহিয়াছে। অতএব ছত্রিশ গড়ের চামারেরা এক্ষণে সৎনামী নামে আপনাদের পরিচয় দেয়, শুদ্ধ এই জন্যই যাঁহারা তাঁহাকে সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারাত ভ্রান্তই; যে হেতু ঘাসীদাসের বহু পূর্ব্বে কবীর-শিষ্য জগজীবন দাসের দ্বারা সৎনামী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেবল সেই জন্য আবার, যাঁহারা ঘাসীদাসকে সৎনামী শিষ্য বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহাদের অনুমানও সমূলক নহে।

সৎনামীরা কবীরপন্থিদিগের একতম শাখা মাত্র। বৌদ্ধদিগের ন্যায়, কবীরপন্থীদিগের গুরুভক্তি প্রসিদ্ধই আছে। গুরুভক্তিই তাহাদের ধর্ম্মের প্রধান ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। গুরুকে তাহারা এক প্রকার সাক্ষাৎ ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান করে, এবং বিশেষ-লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে গুরুপদে

মনোনীত করে। কিন্তু ঘাসীদাসী ধর্ম্মে সে রূপ হয় না। যদিও ঘাসীদাসের শিষ্যেরা এক জন প্রধান আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু তৎপদলাভের জন্য আচার্য্যের অন্য কোন উৎকর্ষতা বা বিশেষত্বের তাদৃক আবশ্যক করে না। তিনি ঘাসীদাসবংশজ হইলেই যথেষ্ট হয়। ইহা ঘাসীদাসী ও সৎনামী ধর্ম্মের স্পষ্ট পার্থক্য। অধিকন্তু আধুনিক বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে এক জন অপরিচিত ব্যক্তির যে কত সাধ্য সাধনা আবশ্যক, কত পরীক্ষা দান প্রয়োজন, ইহা যাঁহারা বিশেষ রূপে অবগত আছেন, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, অপরিচিত অনক্ষর অসভ্য ঘাসীদাস ছয় মাসের ন্যূন কাল মধ্যে সৎনামী সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী সংস্কৃত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইতে ও তাহার গূঢ় রহস্য সকল আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় আমাদের হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকল এরূপ অবারিত দ্বার নহে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তাহাতে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। হিন্দু সম্প্রদায়িকেরা দলপুষ্টি অপেক্ষা স্বদলের গৌরব রক্ষার জন্য অধিকতর ব্যগ্র। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্ম দুষ্প্রবেশ্য বলিয়াই হিন্দুদিগের চক্ষে তাহার এত গৌরব, এত আদর। এরূপ অবস্থায় ঘাসীদাস যে স্বীয় ধর্ম্মরহস্য সকল সৎনামীদিগের হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাও সম্ভবপর নহে। তবে ইহাই বরং অধিকতর সঙ্গত যে, এক্ষণে চামারেরা ঘৃণিত পৈতৃক উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সম্ভ্রমের জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সৎনামী নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

যাহা হউক, ঘাসীদাস স্বজাতীয়দিগকে নিদারুণ ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ হইতে উদ্ধার করিয়া সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কালের বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে একজন অসামান্য লোক ছিলেন, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। অশিক্ষিত নীচকুলোদ্ভব হইয়া তিনি যে রূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কয় জন কুলীন সন্তান সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিয়াছেন? ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক প্রসাদ যে বিদ্যার বা আভিজাত্যের পক্ষপাতী নহে, ঘাসীদাসই তাহার একটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্থল।

ঘাসীদাস লোকান্তরিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বালকদাস তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই বালকদাস সামাজিক সমতার ভাবে এতদূর আস্ফালিত হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্য রূপে উপবীত ধারণ করিতে সাহসী হন। ইহা হিন্দুদিগের নিতান্ত অসহনীয়। অতএব এই জন্যই ১৮৬০ সালে কতকগুলি হত্যাকারীর হস্তে তাঁহাকে নিহত হইতে হইয়াছিল। তিনি ঐ বৎসর একদা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রাইপুর যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে রাত্রিকালে কোন পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কয়েক জন শিষ্যও ছিল। হঠাৎ কতকগুলা লোক আসিয়া তাঁহার বধ সাধন করিয়া যায়। সকলেই অনুমান করে তাহারা রজপূত হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান দ্বারা এই উপাংশু বধের বিষয় এপর্য্যন্ত কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বালকদাসের পর তাঁহার ভ্রাতা অঘোরদাস চামারদিগের প্রধানাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

চামারদিগের কোন রূপ সাধারণ পূজা পদ্ধতি বা আরাধনা-প্রক্রিয়া নাই। কোন

মন্দিরও নাই। তাহাদের মনে কোন সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্ছ্বাস হইলে তাহারা স্বতন্ত্র রূপে ঈশ্বরের নাম-জপ ও সময়ে সময়ে প্রার্থনা করিয়া থাকে। বিবাহ, জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করা প্রধানাচার্য্যের কার্য্য বটে, কিন্তু তদর্থ তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় হয় না। যজমানের সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা করিয়া কোন দশ জন চামারে মিলিয়াও তাহা যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারে। তবে কাহাকেও সমাজচ্যুত বা কোন সমাজচ্যুত লোককে পুনঃগ্রহণ করিতে হইলে, তৎবিষয়ে প্রধানাচার্য্যের সম্মতি অসম্মতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ও তাহাই চূড়ান্ত। আর অধিবেদন নিষিদ্ধ না হইলেও চামারেরা প্রায় একাধিক বিবাহ করে না। হিন্দুদিগের সহিত এক্ষণে তাহাদের এত সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে, বিশেষ না জানিয়া প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হয় না। এক্ষণে উহারা সামাজিক অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়াছে। তবে দৃষ্টতঃ এক পার্থক্য এই যে, তাহাদের স্ত্রীরা পুরুষদিগের ন্যায় সর্ব্বত্র সচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে ও পুরুষদিগকে বৈষয়িক কার্য্যে নানা রূপে সাহায্য করিয়া থাকে। আর চামারেরা প্রত্যেকে প্রতিবৎসর একবার করিয়া আচার্য্য দর্শন করিতে যায় ও কিছু কিছু বার্ষিক প্রদান করিয়া আইসে।

---

We are glad to observe that Baboo Raj Narain Bose's "HinduTheist's Brotherly Gift to English Theists", which is a European, reprint, published by Messrs. Williams and Norgate of London and Edinburgh, of the first half of his old publication titled "What is Brahmoism" with very little addition and alteration, has been very favourably received in England. The Rev. Charles Voysey in one of his letters to the Baboo, says: "I have read with the deepest satisfaction your Essay on Theism. It might be called a marvel of English composition, so happy have you been in the selection of words and so admirably clear in expressing your thought. I believe it will command the assent of all Theists, though here and there on minor points there would be a slight difference of opinion." The "Truth Seeker," a liberal Unitarian paper edited by the Rev. John Page Hopps, thus notices the work: "One of the best expositions of Theism we have yet seen; full of clear thought and fine feeling. We are promised 'Theistic Selections from the Bible' and hope to see it as an instalment of a much needed work." It is no small praise to a native of Bengal that "one of the best expositions of Theism" in the English language should come from his pen. The "Inquirer", the chief organ of the English Unitarians in its issue of the 16th July last has a long commendatory review of the work. The Reviewer says: "We welcome this little gift from a cultured and spiritually minded Hindu Theist and would assure the author that we have read it with unqualified approval. * * * Theism, as he presents it to us, is indeed a noble, rational and beautiful faith and his statement of it is clear and concise. * * * The Essay before us presents Theism in its, purest and highest form, stripped of the legends and superstitions which degrade and deform more or less all the great historical religions of the world * * * Our own Christianity embraces the noblest sentiments contained in this Essay. With its spirituality, its catholicity, its high and pure morality, its universalism, we are in full sympathy." After quoting a passage from the book the reviewer remarks; "These are true and noble sentiments. Would that the mass of mankind were ready to appreciate and receive them."

---

## NOTICES OF BOOKS.

"Prayers and Ministries for Public Worship in Six Services. Selected and Arranged by Peter Dean. Walsall. James Anderson, 2, Sandwell Street."

We have to acknowledge with thanks the receipt of the above book from England. The

Rev. Mr. Peter Dean is the minister of the Unitarian Free Church of Clerkenwell. He obviously belongs to that class of Unitarians who are so in name only, but are in fact, thorough-going Theists. The book under notice is eminently and refreshingly theistic throughout. There is not a single passage in the whole book which may lead the reader to doubt that the compiler is a Theist. The prayers are all addressed to God and God only, and we are exceedingly glad that no mention of the name of Christ as the Saviour of men or as the greatest of Prophets or even as the most perfect of men is to be found in the Services. Unitarians of the Rev. Peter Dean's type are Theists—infinitely much better Theists than the "New Dispensationists,"—the members of the so-called Brahmo Samaj of India, and we eagerly look forward to the day when all English Unitarians will gradually rise to the religious position of the Rev. Mr. Dean.

"Spiritual Stray Leaves. By Peary Chand Mitra, Calcutta. Printed by I. C. Bose & Co. Stanhope Press, 249, Bowbazar Street. And published by Messrs. Thacker Spink & Co. 1879."

"On the Soul. Its Nature and Development. Calcutta. Printed and published by I, C. Bose & Co. Stanhope Press, 249, Bowbazar Street, 1881"

Baboo Peary chand Mitra, the veteran Spiritualist of Bengal, has done a good service to India by proving in his two recent works mentioned above that almost all that modern American Spiritualism teaches about the human soul (we here speak of higher things than spirit-rapping and table turning) was once taught by the Rishis of Aryavarta, and that to an Indian well acquainted with the ancient literature of his country there is essentially not much to learn in the boasted Spiritual Philosophy of the present time. We are highly grateful to Baboo Pearychand for the pains he has taken to show that our ancestors were not inferior in the knowledge of the nature and powers of the human soul to the most enlightened people of the nineteenth century. The mass of erudition which he has brought to bear upon the subject in his work on the nature and development of the soul is profound.

---

LETTER.

28, Cheyne Walk, London.

August 31st, 1881.

The Theistic Church, London,

Rev. Raj Narain Bose

President,

Adi Brahmo Samaj.

Dear Sir,

I beg to formally acknowledge the receipt of a Bill of Exchange for £ 50 being the contribution of the Adi Brahmo Samaj to the Building Fund of the Theistic Church, London. The subject will be brought before the Trustees at their Meeting on the 7th. September and they will doubtless instruct me to suitably thank the A. B. S. for the very generous contribution.

Your congratulation upon the establishment of the Theistic Church in England will, I am sure, be warmly appreciated by the Trustees.

With my best wishes for the advancement of the cause in India.

I am, Dear Sir,

yours very truly.

William Pain.

Hon. Sec. Theistic Church Trust,

London.

---

28, Cheyne Walk, London.

September 9th, 1881.

The Theistic Church, London,

Dear Sir,

At a meeting of the Trustees held on September 7th. the following Resolution was proposed by Mr. Eve, seconded by the Rev. D. Robinson and carried by acclamation,

"That the Trustees of the Theistic Church, London, beg to offer to the Adi Brahmo Samaj of India their very cordial and grateful thanks for the liberal donation of £ 50, forwarded by that body, through their President, towards the Building Fund of the Church. The Trustees also wish to express their very sincere and earnest hopes for the continued success of the Adi Brahmo Samaj in the good work they are doing in India"

I enclose the formal receipt of our Hony. Treasurer and with best wishes to yourself.

Believe me to remain
Yours truly,
William Pain.
Hon. Sec. T. C. T.

The Rev. Raj Narain Bose
President, A. B. Samaj.
Calcutta.

---

Extract from the Report of the Trustees of the Theistic Church Trust for the year terminating on the 30th. September 1881.

"The Trustees have to acknowledge a very handsome donation to the Building Fund by the Adi Brahmo Samaj of India and they value more particularly the kindly spirit shewn by this donation."

---

## প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত চারিখণ্ড পুস্তক এবং দুই খণ্ড মাসিক প্রবন্ধ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

"সঙ্গীতহার" শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

"নঙ্গবিবাহ" শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রণীত।

শ্রীহট্টপুরাবৃত্ত এবং জোয়ানের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ প্রণীত।

আচার্য্য নামীয় দুই সংখ্যা মাসিক প্রবন্ধ পত্র।

---

ADVERTISEMENT.

What is Brahmoism?" By Rajnarain Bose. Sold at the Adi Brahmo Samaj Library. Price 4 annas. Postage ½ anna.

---

## বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা ইণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

### নির্দ্ধারিত মূল্য।

| | |
|---|---|
| প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? | ।০ |
| জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় | ৵০ |
| গীতাঙ্কুর ... ... | ।০ |
| ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ... | ॥০ |
| এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা ... | ॥০ |
| আত্মোৎকর্ষবিধান ... | ১৵০ |
| ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার | ৫ |
| ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা | ৫ |
| সঙ্গীত মঞ্জরী | ৵০ |
| সঙ্গীত হার | ।০ |
| ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত ... ... | ।১০ |
| রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য | ॥০ |
| বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা | ॥০ |
| ভগবদ্গীতাসংগ্রহ .. ... | ।০ |

| | Rs | As | P. |
|---|---|---|---|
| A Discourse against Hero-making in religion | ,, | 12 | ,, |
| Science of Religion | ,, | 4 | ,, |
| Leonard's History of the Brahmo Samaj | 3 | ,, | ,, |
| Who is Christ? | , | ,, | 6 |

### ২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

| | |
|---|---|
| ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ) | ৩৸০ |
| ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ... | ১॥০ |
| ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) | ১৸৵০ |
| ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে) ... ... | ২॥৵০ |
| বেদান্তপ্রবেশ ... ... | ৸০ |
| বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ... ... | ৸০ |
| সৃষ্টি ... ... | ৸০ |
| ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ... | ।৵০ |
| রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ | ।৵০ |
| রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ | ॥/০ |
| হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ... | ।৵০ |
| গৃহকর্ম্ম ... ... | ৵০ |
| প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ... | ৵ ৫ |

| | As | P. |
|---|---|---|
| Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj | 3 | ,, |
| Brahmic Questions of the Day | 4 | 6 |
| Brahmic Advice, Caution and Help | 2 | 3 |

| | As | P. |
|---|---|---|
| Adi Brahma Samaj, its Views and Principles | 1 | 6 |
| Adi Brahma Samaj as a Church | 2 | 3 |
| A Reply to the Query; "What is Brahmoism?" | 3 | ,, |
| Theistic Toleration and Diffusion of Theism | 0 | 9 |
| Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible | 4 | 6 |

## নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয় ... ... ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ... ৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ ম ও ২ য় খণ্ড ৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ... /০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ... ।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ... ৵০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ... ।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ৵০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ... ৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ... ॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ... ॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৲
অধিকারতত্ত্ব ... ... ।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি ... ... ॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ... /১০
তত্ত্বপ্রকাশ ... ... /১০
ব্রহ্মোপাসনা ... ... ১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ... ১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা ... ... /০
প্রবচন সংগ্রহ ... ... ১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ... /০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ... /০
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ৵০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ... ৵০
কুমারশিক্ষা ... ... ৵০
প্রশ্নমঞ্জরী ... ।০
প্রভাত-কুসুম ... ৵১০
ধর্ম্মদীক্ষা ... ... ১০
ব্রহ্মসাধন ... ... /০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ... /১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ... ১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ... /০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ ১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব ৫০
উপদেশ ... ... ৫০
দুর্গোৎসব ... ৫০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ৫০

| | Rs | As | P. |
|---|---|---|---|
| Ontology | 1 | ,, | 6 |
| Hindoo Theism | ,, | ,, | 6 |
| Theist's Prayer Book | ,, | ,, | 6 |
| Signs of the Times | ,, | ,, | |
| Doctrine of Christian Resurrection | ,, | 1 | ,, |
| Physiology of Idolatry | ,, | 1 | ,, |
| Miracles or the Weak Points of Revealed Religion | ,, | 4 | ,, |

## নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব ... ... ।০
দশোপদেশ ... ... /০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ... ৵০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ... ... ১০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৩ ও ১৮০১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে।

---

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲
পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪॥০ ডাক মাশুল ।৵০।

---

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

---

আগামী ৫ পৌষ সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বহুলাটী ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

সম্বৎ ১৯৩৭। কলিগতাব্দ ৪৯৮২। ১ পৌষ বৃহস্পতিবার।